শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

যোগো যোগবিদাং নেতা প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ॥১৬

শাঙ্করভাষ্য : "জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি সর্বাণি নিরুদ্ধ মনসা সহ।/ একত্বভাবনা যোগঃ ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ॥"

তদবাপ্যত্বয়া *যোগঃ*। যোগং বিদন্তি বিচারয়ন্তি, জানন্তি, লভন্ত ইতি বা যোগবিদস্তেষাং নেতা জ্ঞানিনাং যোগক্ষেমবহনাদিনেতি *যোগবিদাং নেতা*।

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" (গীতা ৯।২২) ইতি ভগবদ্বচনাৎ।

প্রধানং প্রকৃতির্মায়া; পুরুষো জীবস্তয়োরীশ্বরঃ *প্রধানপুরুষেশ্বরঃ*। নরস্য সিংহস্য চাবয়বা যস্মিন্ লক্ষ্যন্তে তদ্বপুর্যস্য স *নারসিংহবপুঃ*। যস্য বক্ষসি নিত্যং বসতি শ্রীঃ স *শ্রীমান্*।

অভিরূপাঃ কেশা যস্য স *কেশবঃ*। 'কেশাদ্বো-হন্যতরস্যাম্' (পাণিনিসূত্রং ৫।২।১০৯) ইতি বপ্রত্যয়ঃ প্রশংসায়াম্। যদ্বা কশ্চ অশ্চ ঈশশ্চ ত্রিমূর্তয়ঃ কেশাস্তে যদ্বশেন বর্তন্তে স কেশবঃ কেশিবধাদ্ বা।

"যস্মাত্ত্বয়ৈষ দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দন।
তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৬।২৩) শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নারদবচনম্। পৃষোদরাদিত্বাৎ শব্দসাধুত্বকল্পনা।

পুরুষাণামুত্তমঃ *পুরুষোত্তমঃ* অত্র 'ন নির্ধারণে' (পাণিনিসূত্রং ২।২।১০) ইতি ষষ্ঠীসমাসপ্রণিষেধো ন ভবতি জাত্যাদ্যনপেক্ষয়া সমর্থত্বাৎ। যত্র পুনর্জাতিগুণক্রিয়াপেক্ষয়া পৃথক্ক্রিয়া তত্রাসমর্থত্বাৎ নিষেধঃ প্রবর্ততে; যথা—মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ, গবাং কৃষ্ণা গৌঃ সম্পন্নক্ষীরতমা, অধ্বগানাং ধাবন্ শীঘ্রতম ইতি। অথবা পঞ্চমীসমাসঃ; তথা চ ভগবদ্বচনম্—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।/ অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" (গীতা ১৫।১৮)

ভাবানুবাদ : মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য,' লক্ষ্য এবং গতি নিয়ে প্রসঙ্গ করলেন পিতামহ ভীষ্ম, বললেন, শ্রীমন্ নারায়ণই জীবনের একমাত্র গন্তব্য—'পরমাগতি'। আমরা যদি স্বামীজীকৃত 'ওঁ হ্রীং ঋতম্' স্তোত্রের দিকে দৃষ্টি রাখি, দেখব তাঁর উচ্চারণেও রয়েছে সেই অভিন্ন ভাবনা—'যস্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য।' স্বামীজীও বলেছেন, তুমি অশরণেরও আশ্রয়, তুমিই একমাত্র গম্য, তুমিই গন্তব্য।

ফলে পরবর্তী প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় যে, ওই গন্তব্যে পৌঁছনোর সাধন কী? কঃ পন্থা? এই শ্লোকে সেই উত্তরের ভঙ্গিতেই পিতামহ